সেজদা মাটি ছুয়ে কৃতজ্ঞতা ও সমকামীতা

নাজমা মোস্তফা

দুটি সম্পুর্ণ বিপরিতধর্মী প্রসঙ্গা এসে পড়লো আজকের লেখার বিষয়ে। শুরুতে আমার লেখাটির সম্পুর্ণ ইচ্ছা ছিল সেজদার উপরই কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমাকে এই দুটি বিষয়ের অসম এক কলঙ্কের উল্লেখ করে লেখাটি নিয়ে এগুতে হলো। এর প্রথম কারণ মাত্র আজই ৮/৮/০৩ তারিখে ই-মেইলে একটি লেখা পাই যেটি একটি ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। সেই হিসাবে লেখকের পক্ষ থেকে পাঠানো লেখাটিই আমায় এই প্রসঙ্গা টানতে বাধ্য করে। সেজদা একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কেউ কারো প্রতি তার শত পার্সেন্ট আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে। মাথা একটি মানুষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ সন্দেহ নেই এবং একজন মুসলমান তার এই মাথার মর্যাদা এভাবেই দেন ঠিক কবির ভাষায় “শির উঁচু করি মুসলমান”। মুসলমান কখনোই তার এই মাথা কারো সামনে অন্যায়ভাবে বা ন্যায়ভাবেও নোয়ায় না। তার মানে সব সময় এই মাথাটিকে সমুন্নত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কারণ একটি গাছ যদি তার বিশালতা নিয়ে কারো সামনে লুটিয়ে পড়ে তবে তাতে তার অপমান হয়, ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায়, বিশালতার বিলুপ্তি ঘোষিত হয়। মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; তার সামনে সবাই মাথা পেতে দিতে পারে কিন্তু তার মাথা কারো কাছে পেতে দেবার কথা কখনোই নয়। হোক সে কাফ্রি ক্রিতদাস আর স্বনামধন্য শাহানশাহ। দুজনাই স্রষ্টার সমৃদ্ধ সৃষ্টি। এটি ইসলামের গণতন্ত্রের বিজয়ের শিক্ষা যদিও অনেকে ভুলে আছেন তার প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষাকে। ভুলে গেলেই এর শিক্ষা সিলেবাস থেকে মুছে যায় না। বরং সব ধরণের ভুলের যতদুর সম্ভব সংশোধন জরুরী হয়ে পড়ে।

যাক্ শির উঁচু করার মানে এটি নয় যে, এরা দাম্ভিকতা প্রকাশ করে চলবে। যে কোন ব্যাপারে তাদের অহংকারী না হতেও বলা হয়েছে কিন্তু নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে সঠিকতার পথে সমুন্নত জীবনই একজন সার্থক মুমিনের নির্দেশিত পথ। সে হিসাবে এক্ষেত্রে তার অহংই তার বাঁচবার মন্ত্র। যে মানুষকে তার চরিত্রের বিকাশের জন্য এরকম ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে সেই মানুষটিকে আবার চুরি করলে তার হাত কেটে দিতে বলা হয়েছে। রক্তের বদলে রক্তই তার শোধবোধ। আর সবরকারী যে, তার জন্য সব সময়ই বাড়তি পাওনা। সে অসীম কষ্ট হজম করেছে বলে তার পাওনা বহুগুণ বেশী কারণ সে অনেক বিতন্ডা নিজেই হজম করে শেষ করে দিয়েছে। এই সমুন্নত মাথাটি কারো প্রতি নোয়াবার ইঙ্গিত নেই কিন্তু একমাত্র এই এক জায়গায় এই মাথাই আবার নোয়াবার উত্তম ব্যবস্থা এই একটি ধর্মেই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এসেছে। বিশাল বিশ্বের মালিকেরই শুধু এটি পাওনা। একজন মানুষ তার সর্বস্ব নিয়ে লুটিয়ে পড়ে এই বিশালের কাছে, সয়ম্ভু, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমানের বিচার সভায়।

অতি সম্প্রতি “গণতন্ত্র ও মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতি”র দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন লস এঞ্জেলস থেকে কুদ্দুস খান তার একটি লেখায়। তার পরিবেশিত ডাটা মোতাবেক একমাত্র ইরান ছাড়া মুসলিম বিশ্বের এ চিত্র বড়ই মন্দদশায় আছে। এই প্রসঙ্গো তিনি একটি খবর দ্বারা তার পাঠককে সতর্ক করতে চান তা হচ্ছে সম্প্রতি আমেরিকাতে একটি গীর্জায় ভোটের মাধ্যমে একজন সমকামী ধর্মযাজক বা প্রিস্ট নির্বাচিত হয়েছেন। যেহেতু বেশীর ভাগ গির্জার সদস্য এই সমকামী ভদ্রলোককে তাদের প্রিস্ট হিসাবে ভোট দিয়েছেন। সেহেতু তার বিরোধী পক্ষ তাকে প্রিস্ট হিসাবে মেনে নিয়েছেন। গির্জার এই ব্যবস্থা বিশ্ব মুসলিম জামাতকে অত্যন্ত নার্ভাস করে দিয়েছে। তারা মনে করেন, গণতন্ত্র হলে কোন এক সময়ে গে বা সমকামী তাদের মসজিদের ইমাম হয়ে যেতে পারেন আর তা হলে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তার লেখাতে বর্ণিত মুসলিম সংস্কৃতিতে গণতন্ত্রের চর্চা নেই বলে উল্লেখ করা হয় এবং গত

কয়েকদিন আগে বিশ্ব মুসলিম জামাত লন্ডন থেকে এক গণতন্ত্র বিরোধী ফতোয়া দিয়েছেন বলে এই তথ্যটি আসে। তারা নাকি মনে করেন গণতন্ত্র ও নারী স্বাধীনতা ইসলামকে ধ্বংস করবে। তারা বলেন গণতন্ত্র ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে ফেলে যা ইসলামের অনুশাসন বিরোধী বলে বিশ্ব ইসলামী জামাত মনে করে থাকে।

কূদ্দুস খানের অর্থনৈতিক বিষয়ে অনেক গুরূত্বপুর্ণ কথা থাকলেও গণতন্ত্র ও সমকামীর ব্যাপারে উনি মুসলিমদের যে শংকার কথা ব্যাখ্যা করেছেন তার আলোকেই আমি কিছু বলতে চাচ্ছি। সেজদা এবং সমকামীতা কখনোই একসাথে হতে পারে না। আল্লাহর আনুগত্য ও তার বিদ্রোহত্বও যেমনি একসাথে করা সম্ভব নয়, ঠিক সেভাবে। ইমামতির সাথে অবশ্যই ঈমানের বিষয়টি জড়িত থাকতে হবে, নয় কি? যদিও আমরা কারো ঈমান মাপতে সক্ষম নই। এটি ঠিক কথা, কিন্তু বাহ্যিক তার কথা, স্বীকৃতি, চাল-চলন, আচরণ দিয়ে আমরা সেটা এভাবেই নির্ধারণ করতে পারি। সব ইমামরাই যে একদম স্বর্গে যাবেন তার গ্যারান্টি আমরা দেই না কিন্তু বাহ্যিক কিছু গ্যারান্টি নিয়ে, যোগ্যতা নিয়ে অবশ্যই তাদের এই কাজটি করতে হয়। এসবের আড়ালে যদি তার এমন কোন ধরণের ত্রুটি থাকে যা আমরা জানি না তার জন্য তো আল্লাহই যথেষ্ঠ। এটি কস্মিনকালেও মুসলমানের কোন সমস্যা সৃষ্টি করার কথা নয়। মুসলমান যদি ঈমানের উপর চলে তবে সেটিই তার চলার সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। যেটি দেখার নয়, হৃদয়ের, অনুভবের, উপলব্ধির এক অবিস্মরণীয় অনুভুতি।

এই সব ধর্মযাজকদেরও বহু আগে এধরণের কুকর্মধারীদের খবর আমরা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে প্রাপ্ত হয়েছি। সুরা আল হিজরের ৩১ আয়াত থেকে ৭৯ আয়াত পর্যন্ত এদের উপর বেশ বড় আকারেই বিবরণ এসেছে। এভাবে এদের উপর অনেক আয়াতেই বলা হয়েছে কুরআনে এবং সাথে সাথে এসেছে তাদের অবর্ননীয় করুণ পরিণতির কথা। এদের ব্যাপারে এখানে সংক্ষেপে কয়টি আয়াত আনছি।

*“আর (আল্লাহর আর এক রসুল) লুত। স্মরণ করো! তিনি (স্যাডাম ও গ্যামরাহতে বসবাসকারী) তার লোকদের বললেন “তোমরা কি এমন অশ্লীলতা করছো যা তোমাদের পুর্বে জগদ্বাসীদের আর কেউ চালু করে নি (জেনেসিস ১৯ঃ ৩০-৩৮) । (সুরা আল-আরাফএর ৮০ আয়াত)

*“নিঃসন্দেহ তোমরা তো কামাতুর হয়ে কামিনীদের ছেড়ে দিয়ে পুরূষদের কাছে আস। না, তোমরা (বড়ই) সীমালংঘনকারী লোক। আর তার লোকদের উত্তর এ ভিন্ন কিছু ছিল না যে তারা (পরষ্পরের প্রতি) বললে -“তোমাদের জনপদ থেকে (লুত ও তার সঙ্গীদের) বের করে দাও । এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র হতে চায়”। (সুরা আরাফএর ৮১-৮২ আয়াত)

*কাজেই আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ অনুবর্তিদের) উদ্ধার করেছিলাম - তার স্ত্রী ব্যতীত; সে ছিল পেছনে পড়ে থাকাদের অন্তর্ভুক্ত। (জেনেসিস ১৯ঃ ২৪-২৬)। আর তাদের উপরে আমরা বর্ষণ করেছিলাম (ভুমিকম্পসহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ানক) এক বর্ষণ (জেনেসিস ১৯ঃ ২৪)। অতএব দেখো, অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? (সুরা আল-আরাফএর ৮৩, ৮৪ আয়াত)

এখানে দেখা যায় নবীর স্ত্রী হয়েও তার রক্ষা হয় নাই, আল্লাহর গজব তাদেরে পাকড়াও করেছিল সুতরাং এব্যপারে মোটেও ঘাবড়াবার কিছু নেই। স্যাডাম ও গ্যামরাহ শহরের বাসিন্দারা লুত নবীর স্ত্রীসহ এই পাপে ডুবে ছিল যার করুণ পরিণতি আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। যাজকই হোন বা যতবড় বাবাই

হোন না কেন তাকে সামাল দেবার জন্য আল্লাহর বিকল্প ব্যবস্থা থাকবেই। এসব শুধু যে কোরআনেই বলা আছে তাও নয় আমি এখানে এর উদাহরণ হিসাবে জেনেসিস থেকেও রেফারেন্স দিলাম। সুতরাং শুধু কোরআনকেই নয়, বাইবেলকেও অস্বীকার করে কেউ যদি কোন অনাচার করে তার হিসাব তাকেই বহন করতে হবে ঠিক তাদের পুর্ব পুরুষদের মতই। এসব ঐশী গ্রন্থে কখনোই এসবের সমর্থনে কোন বক্তব্য পাবার কথা নয় যদি না সে কথা কোন যাজকের বানানো হয়ে থাকে তবে ভিন্ন কথা, তার আগে নয়। অনেকের জানার জন্যই বলছি ঐশী গ্রন্থ বাইবেলে আজো আছে অস্তিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে যে, শুকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। অনেক খৃষ্টান সেটা মেনেও চলেন। “তাদের মাংস (শুকরের) তুমি খাবে না, এবং তাদের চামড়াও না, ওটি তোমার জন্য অপরিচ্ছন্ন” (লেভিটিকাস ১১ঃ৮) । অন্যত্র আছে “তুমি কি মনে করছো আমি পৃথিবীতে শান্তি আনতে চাচ্ছি? না, শান্তি নয় বরং বিভেদই” (লুক ১২ঃ৪৯ এবং ৫১)। তারপরও শুকরের মাংস দেদারসে তারা ভক্ষন করে। আর এভাবে মানা না মানার উপর বিভেদের মাত্রা যুগে যুগে বেড়েই চলছে। এটি কার অবমাননা জানি না, নবীর না স্রষ্টার, না ঈশ্বরপুত্রের, না ধর্মের। মনে হচ্ছে একসাথে সবারই।

সিলেবাসের সঠিক নির্দেশ পালন করা একজন ভাল ছাত্রের জরুর নীতি হওয়া উচিত। কেউ তা পালন না করলে তাকে সাধারণত বাহবা দেয়া হয় না, এটাই রীতি। বরং এরা ফেল করে, ভাল গ্রেড পায় না। বহু দিনের অনেক ঐতিহাসিক প্রামানিকতা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটিতে বর্তমান। সমকামী পাপে ডুবন্ত জাতির উদাহরণ হিসাবে কুরআন নামের এ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে অতীত সমাজের এদের সম্বন্ধে যথেষ্ট কথাই বলা হয়েছে। অতীতের ঐশী কিতাবগুলোতেও প্রাচীন জাতিদের অনেক কীর্তিকথাও ঐশী খবর হিসেবে এসেছে। এরা সর্বাবস্থায় সর্বদিনই সুস্থ জাতির কলঙ্ক। তাই এরা কখনোই এরকম একটি পদের জন্য দাঁড়াতে পারার কথা নয়। যোগ্যতা বিহীন একজনকে ইমাম বানাবার প্রশ্নই আসে না কারণ এতে তার ঈমান-আমল অবশ্যই নষ্ট হবে। তার মত একজন জনতাকে কেন ইমামতি করতে হবে, সে তো তার একটি মানবিক যোগ্যতা খুইয়েছে। সে পশুত্বেরও নীচের কাতারে সই করেছে। কারণ পশুত্বেরও এমন উদাহরণ আমাদের জানা নেই।

আল্লাহর নবীর সময়কার উদাহরণধারী অভিশপ্ত জনতাদের মত বিরুদ্ধাচারী কাজ করে কেউ ইসলামের ইমামতি পাবার কথা নয়। এ ধরনের সমস্যা কোন দিনই মুসলমানদের হওয়ার কথা নয়, যদি তারা মুসলমান হয়ে থাকে। একজন ইমাম নির্বাচিত হবেন যোগ্যতার ভিত্তিতে অবশ্যই এবং এটিও তার যোগ্যতার একটি মাপ কাঠি। তিনি আমলধারী ব্যক্তিত্ব না জালেমধারী ব্যাক্তিত্ব তা চিহ্নিত করার ক্ষমতা এই সম্প্রদায়ের জনতার অবশ্যই আছে। আর খৃষ্টান ধর্ম যাজকের বেলায় এটি হবার প্রধান কারণ তাদের ধর্মের অনেক মৌলিকতায়ই তারা মোটেও নেই। তারা নিজেদের মতন করে এডিসন করে নিযেছে যুগে যুগে। তাই এরকম একটি ঐশী গ্রন্থ ধারণ করেও তারা এসব চালাতে পারছে। এটা কোন উদারতার বা মহানুভবতার লক্ষণ নয়। এটা তাদের ঐশী ধর্মটির পঞ্জুত্বের লক্ষন। এটা জীবনকে পেছন দিকে টানছে, সামনে নয়। নবী ঈসাই বলি আর যীশুই বলি তিনি কি এসব অনুমোদন করতেন বলে মনে হয় তা হলে অন্তত আমরা এই নবীর স্বর্গত্ব প্রাপ্তিই হোক আর ক্রুসত্বই হোক তার আগের যে সময়টিতে তিনি মানব সমাজের মাঝে ছিলেন আমরা কি কোথাও তার জীবনে এসব কীর্তির বা এসবের সমর্থন এ যাবত পেয়েছি? না, পাই নি। আরো বহু জীবনও সব যাজকরা সাধ্য করলেও এসবের কোন সন্ধান বের করতে পারবেন না কারণ তারা ছিলেন চরিত্রবান এবং নিষ্পাপ।

আর গণতন্ত্র, এটি ইসলামেরই সম্পদ। এটি থেকে অনেকেই জ্ঞানপ্রাপ্ত হলেও দুর্ভাগ্য আমাদের ইসলামের। গণতন্ত্রের উপযুক্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা এ যাবত এর হীনতার মাঝেই ডুবে আছে নানান

ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে। তাই একে ভুলে থাকলেই এবং এটি ইসলামের বিধান নয় বললেই তার সব তথ্য ইতিহাস থেকে মুছে যাবে না। যুগে যুগে এটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি কারণ এর পিছনে কুচক্রধারী সব সময়ই অতিরিক্ত তৎপর ছিল বলেই আজও ইসলামে গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আজকের গণতন্ত্র ইসলামেরই শিক্ষা। এটি বলতে দ্বিধা নেই আমাদের ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা এটির সঠিক প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। ঠিক যেমনটি এই সব যাজকদের দ্বারাও নবী ঈসার অনেক ধারণাই আজ সম্পূর্ণভাবে ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছে। আর নারী এটি কোন শত্রু পক্ষের নাম নয়। ইসলাম নারীকে কখনোই শৃংখলিত করে নি, তার মুক্তির সনদ বিলিয়ে দিয়েছে যেমনি গণতন্ত্রের দরাজ দরজা ইসলামই খুলে দিয়েছে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে। নারী বিষয়ে অনেক বলা হয়েছে। এটিও একটি অপ্রসঞ্জিক অবতারণা এখানে কারণ ইসলামে ইতর মেথর, সাদা কালো শাহানশাহ গোলামের কোন বিভাগ নেই। সবই একাকার এখানে।

সুদুর ইতিহাসের দিকে নজর দিন ইসলামের অনেক নারীরা নেতৃত্বের পদ দখল করেছেন এটি কোন প্রতিবন্ধকতার বিষয় নয়। উদাহরণ হিসাবে দেয়া যায় ইসলামের নানান মতামতের দলগুলির মাঝে নেতৃত্বের হিসাবে খারিজীদের বক্তব্য ছিল এরকম যে মুসলিম জাহানের স্বার্থে এবং নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে হলে আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কেই সরিয়ে একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করা। ইমাম ও নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের ধারণা ছিল হযরত আবুবকর ও হযরত ওমরের খেলাফত প্রাপ্তির ধারণার অনুরূপ। এ মতে, খলিফা নির্বাচিত হবেন সমগ্র মুসলিম সমাজ দ্বারা এবং অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে। তাকে কোন নির্দিষ্ট পরিবার বা গোত্রের সদস্য হতে হবে না। ভাল মুসলমান হলে একজন ক্রিতদাসও ইমাম হতে পারবে। এমন কি একজন মহিলাও ইমাম হতে পারেন। হযরতের বিদায় হজের বাণী ছিল “যদি কোন নাককাটা কাফ্রি ক্রীতদাসকেও তার যোগ্যতার জন্য তোমাদের আমীর করে দেয়া হয়, তোমরা সর্বোতোভাবে তার অনুগত হয়ে থাকেবে। তার আদেশ মান্য করবে”।

এটি লিখতে গিয়ে শুরু করেছিলাম সেজদা দিয়ে। এই ধর্মে পা ছুয়ে সালাম করাও সমর্থিত নয়। বহুকাল পুর্ব আচার হিসাবে এককালে প্রচলিত ছিল – যে ছোট সে বড়র পায়ের ধুলা নিত, নিকৃষ্ট যে সে উৎকৃষ্টের পদধুলা মাথায় ছুয়াতো। কোন কোন সম্প্রদায়ে দেখা যায় যে মানুষকে সেজদা করা হয়। কিন্তু এটি মুসলমান সমাজে একটি ঘৃণিত ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত এবং সমর্থিত। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ(সঃ)এর কোন বাপ মা না থাকলেও তার পালক মাতা এবং তার শ্বশুর শ্বাশুড়ীরা বর্তমান থাকা অবস্থায়ও পা ছুয়ে সালাম করার কোন প্রমাণ নেই। তবে সালাম দেয়ার রেওয়াজ ইসলামে এক ধর্মীয় নির্দেশ। একে অন্যকে দোয়া করার এই বিধান ছোট বড় নির্বিশেষে সবার জন্য বরাদ্দ। তাই ইসলামের সালাম এক দোয়া, এক চাওয়া এক প্রার্থনা একে অন্যের জন্যে।

সেজদার বিধানটি আমরা সব সময় নামাজে করে থাকি। আমরা যখন প্রথমে নামাজে দাঁড়াই তখনই আমরা আত্মসমর্পণ করার মানসিকতায়ই দাঁড়াই। প্রথম দাঁড়িয়েই এ প্রার্থণার সুচনা এবং সবার শেষে একদম সকল অহংকার নিঃশ্বেষ করে আমরা সমস্ত সত্ত্বাকে ভূলুণ্ঠিত করে শ্রেষ্ঠের কাছে নিজেকে তুলে ধরি। এটি যেন প্রার্থণার সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায় বলা চলে। একজন বসে বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে সর্বাবস্থায়ই স্রষ্টাকে ডাকতে পারে কিন্তু এই ডাক এবং তার ভাষা সম্পুর্ণ ভিন্ন। একজন তার আমিত্বকে সমর্পণ করে দেবার এ এক ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা। এটি গেল নামাজের ব্যবস্থা। তা ছাড়াও কুরআন পড়তে গেলে দেখা যায় অনেক সময় বলা হয় সিজদা করে নিতে। সিজদার আয়াত আসলে তাই বলা হয়, এভাবেই এই

সিজদার মালিককে মর্যাদা দেয়া হয়। এবার আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সিজদার উপর কিছু প্লাস যোগ করছি যা আমি প্রাপ্ত হয়েছি আমার চিন্তা থেকে, আমার ভাবনা থেকে।

বেশ আগে আমার এক বোন গল্প করছিলো যে সে একবার বেবী সিটিং করতো। সে সময় একদিন ছুটির দিনে কোন কারণে বাচ্চাটার মা আসে তার সাথে দেখা করতে এবং তাকে নামাজরত দেখতে পায় এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কারণ সে সম্ভবত যথেষ্ট মোটাও ছিল সে কখনো ভাবতে পারে না সে এভাবে বেন্ড হতে পারবে বলে। সিজদাতে যেতে হলে একজনকে বেন্ড হতে হয়, গুটিয়ে দেহটিকে ব্যায়ামের ভঙ্গিতে সমর্পণ করতে হয় অবশ্যই যা একজন মোটা মানুষের জন্য যথেষ্ট কষ্টকর। আমেরিকাতে দেখি এমন এমন মোটা মানুষ আছে যারা সম্ভবত কখনোই সেজদা করতে সক্ষম হবে না তার বিশালতার কারণে। কারণ তার কাছে প্রার্থণা খুবই একটি সহজ প্রক্রিয়া যা হয়তো সেও করে। সেটি চেয়ারে বসে বা দাঁড়িয়েই তারা সমাধা করতে পারে তার জন্য তাদের বেন্ড হবার বা গুটিয়ে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না।

এখন দেখা যায় এই সেজদা যেটি দিয়ে আমি আমার স্রষ্টার সাথে অলক্ষ্যে নিগুঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলছি সাথে সাথে গড়ে তুলছি আমার দেহখানিকে বলিষ্ট এবং শক্তিশালী এই ব্যায়ামের দক্ষতা দিয়ে। আমরা অনেকেই খেয়ালই করি না যে, এটি কত বড় মাপের একটি ব্যায়াম আমাদের জীবনে। জানু পেতে বসে যে আসনটি আমরা গ্রহণ করি সেটিও একটি ব্যায়ামের আসন সেতো আমরা জানিই। তাছাড়া রূকু, দাঁড়ানো ঘাড় ফিরিয়ে সালাম ফেরানো সবটাই অনুপম দোয়ার, ব্যায়ামের এক প্রশিক্ষনের ব্যতিক্রমী বহুবিদ ব্যবস্থা। এখানে যেন ব্যায়ামের সাথে চলছে মনের উপর শাসন, যেন এক শুদ্ধি অভিযান শুধু দেহেরই নয়, মনেরও। দেহ ও মনের একসাথে সংঘটিত এক অভিনব ব্যবস্থা যা একজন মানুষকে কত উচ্চমার্গে তুলে ধরতে পারে তা যিনি এটিকে সঠিকভাবে পালন করবেন তিনি বুঝতে পারবেন। এ এক অভিনব দেহ ও মনের মেডিটেশন প্রক্রিয়া। আত্মায় অন্তরে চরম শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠা, আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠা প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা তাই পেটে খাবার না থাকলেও দেখা গেছে তাদের শক্তির কাছে কেউ তিষ্টিতে পারছে না। কেন? কারণ এই যে প্রকিয়া এই প্রক্রিয়াই তাকে ব্যতিক্রমী করে গড়ে তুলছে অন্য সবার থেকে।

তবে আমরা বর্তমানে এমনও আছি নামাজে দাঁড়ালেও মন আমার কার সর্বনাশ করবো তার চিন্তায় মশগুল, নামাজ থেকে উঠেই কাকে মাপে কম দিবো, এটাই যে ব্যবসায়ীর রসদ, যে জনতার মন ও মগজে প্রভাব ফেলবে তারা এর সুফল কখনোই পাবেন না। নামাজে অনেকেরই মন বসে না কারণ স্রষ্টার সাথে সত্যিকারভাবে তার কোন সম্পর্ক গড়ে উঠে নাই বলে এটি হচ্ছে। যখন সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে যে নামাজে দাঁড়িয়েছি মানে স্রষ্টার সামনে আমি দাঁড়ানো, কারণ নিজে থেকেই ইচ্ছে করে হাজিরা দিচ্ছি; চিন্তা করুণ এখন কিভাবে আমাদের আচরণ করা উচিত? খোদ একজন অতিথীর সামনে গেলেও তো আমরা যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে যাই তবে এখানে আমাদের প্রস্তুতি যদি খেলো হয় সেটি আমাদের বুঝা উচিত। আর লোক দেখানো নামাজের কোনই প্রয়োজন নেই। এ কথা বলার কারণ তখন এটি থেকে কেউ কোন ফায়দা পাবে না। একজন মুসলমানের নামাজ পড়া সত্ত্বেও যদি দেখা যায় তার কোন পরিবর্তন নেই তবে বুঝতে হবে তার এবাদত অর্থহীন। আর অনেকেই এমনও আছেন সমানেই উঠবস করেই যাচ্ছেন আর মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন যে, আত্মিক সম্পর্ক না থাকলেও হিসাবের খাতায় বিরাট অঙ্ক দেখে যারপর নাই গর্বিত হচ্ছেন। কিন্তু আত্মার সাথে সম্পর্কহীন এবাদত নিয়ে আত্মপ্রাসাদ লাভ করার বা ফায়দা পাবার কথাই না। এ ধরণের এবাদত যে ফায়দাহীন তা আল্লাহ খোলাসা করে বলেও দিয়েছে তার ছত্রে ছত্রে ছন্দে ছন্দে।

সুসংগ্রহঃ
তারা (ফেরেশতারা) বললে – "হে লুত! আমরা অবশ্যই তোমার প্রভুর দুত। তারা কখনোই তোমার কাছে ঘেষতে পারবে না; সুতরাং তোমার পরিবার পরিজনসহ সরে পড় রাতের এই প্রহরের মধ্যে, আর তোমাদের মধ্যের কেউই পেছন ফেরো না তোমার স্ত্রী ব্যতীত (জেনেসিস ১৯ঃ ২৬), কেননা ওদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। নিঃসন্দেহ তাদের নির্ধারিত সময় হচ্ছে (আগামী) ভোরবেলা। ভোরবেলা কি আসন্ন নয়"? অতঃপর আমাদের হুকুম যখন এলো তখন আমরা এগুলোকে (অর্থাৎ নগর দুটোকে) উলটপালট করে দিলাম আর তাদের উপরে বর্ষণ করলাম কঠিন কঠিন পাথর (প্রচন্ড ভূমিকম্পসহ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে) স্তরীভূতভাবে, যা তোমার প্রভুর কাছে চিহ্নিত ছিল। আর তা (সেই কুখ্যাত নগর দুটি তথা কঠোর শাস্তিবর্ষণ) অন্যায়কারীদের থেকে দুরে নয় (কাজেই তোমার শত্রুরা সময় থাকতে সাবধান হোক)। (সুরা হুদএর ৮১/৮২/৮৩ আয়াত)

nazmam@mail.com
www.batighor.com